জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - এপ্রিল ২০০৮/০৪

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* খাদ্য সংকট মোকাবেলায় দরিদ্র কৃষকরা জাতিসংঘ থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য পেয়েছে
* গণতন্ত্রের উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপুর্ণ - সাধারণ পরিষদের সভাপতির উলে-খ
* এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমাধানের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা বিনিময়ে জাতিসংঘ সভায় মিলিত
* জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনন্য অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘ সাতজন নেতাকে সম্মানীত করেছে
* শান্তিপুর্ণভাবে ভোট প্রদানের পর নির্বাচনের ফলাফলকে শ্রদ্ধা করতে নেপালবাসীর প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের আবেদন

খাদ্য সংকট মোকাবেলায় দরিদ্র কৃষকরা জাতিসংঘ থেকে ২০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য পেয়েছে

২৫ এপ্রিল – আসন্ন শস্য মৌসুম উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ পল-ী উন্নয়ন বিভাগ আজ দরিদ্র কৃষকদের জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রদানের কথা ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে সংস্থাটি খাদ্য দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের শত লক্ষ জনগণ যারা ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে ভুগছে তাদের দুর্ভোগ কমানোর চেষ্টা করছে।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (IFAD) সভাপতি লেনার্ট বেইগ বলেন, জ্বালানী ও সারের অব্যাহত মুল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের ৪৫০ মিলিয়ন ক্ষুদ্র চাষীর অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের সামর্থ ঝুঁকির মুখে পড়েছে।

খাদ্য দ্রব্যের উচ্চ মুল্যের কারণে দরিদ্র কৃষকরা লাভবান হতে পারে না কেননা পরবর্তী মৌসুমে শস্য উৎপাদনের জন্য যে সার ও বীজ দরকার হবে তারা সেটার সংস্থান করতে পারবে না।

রোমে সংস্থাটির নির্বাহী বোর্ডের সভার পর তিনি বলেন বিশ্বের লাখ লাখ জনগণ যারা দরিদ্রতায় পতিত হতে যাচ্ছে তা প্রতিরোধ করতে ব্যাপক ভিত্তিক সম্মিলিত ও সমন্বিত উদ্যোগ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আহ্বান জনান।

জনাব বেইগ উলে-খ করেন, বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট মোকাবেলায় এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রের দীর্ঘমেয়াদী সমাধান প্রদানের মুলে রয়েছে পল-ী অঞ্চলের দরিদ্র কৃষকগণ।

তিনি একটি ত্রিমুখী কৌশল গ্রহণের আহ্বান জানান: অতি দ্রুত আজকের ক্ষুধার্তদের খাওয়ানোর জন্য খাদ্য সরবরাহ করা, স্বল্পমেয়াদে ক্ষুদ্র চাষীদের আগামী মৌসুমে শস্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করার জন্য আহ্বান করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও পল-ী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করা।

সভাপতি উলে-খ করেন, কৃষি ও পল-ী উন্নয়নের জন্য বিশ্বে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ অপর্যাপ্ত আর এজন্য বিনিয়োগের এটাই উপযুক্ত সময়।

গতকাল জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচীর (WFP) প্রধান বলেন, দ্রব্যমুল্যের অব্যাহত উর্ধ্বগতি বিশ্ব সংস্থাটির বিশ্বের ক্ষুধার্তদের খাওয়ানোর সামর্থকে ব্যহত করেছে।

WFP এর নির্বাহী পরিচালক জোসেট সিরান রোমে একটি ভিডিও সম্মেলনে বলেন, গত বছর জুনে আমরা যে পরিমান খাদ্য কিনেছিলাম তার ৪০ শতাংশেরও কম আমরা এবার কিনতে পেরেছি। তিনি বিশ্বের ১০০ মিলিয়নেরও বেশি জনগণ যারা চরম দরিদ্রতায় পতিত হবে তাদের জন্য উদ্যোগ নেবার আহ্বান জানান।

গণতন্ত্রের উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভুমিকা গুরুত্বপুর্ণ - সাধারণ পরিষদের সভাপতির উলে-খ

২৪ এপ্রিল – সাধারণ পরিষদের সভাপতি সারজান করিম আজ গণমাধ্যমের কাজ সংক্রান্ত আঞ্চলিক ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, গণতন্ত্রায়নকে উৎসাহিত করতে, আইনের শাসনকে শক্তিশালী করতে এবং প্রতিষ্ঠান গঠনের উন্নয়নে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখছে।

কাজাখস্তানের আলমাতিতে যেখানে ইউরো-এশিয়ান মিডিয়া ফোরাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে আলাপকালে জনাব করিম উলে-খ করেন যে যারা ক্ষমতায় আছে তাদেরকে জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে এবং নিরপেক্ষভাবে সবধরনের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে গণমাধ্যম গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ার উন্নয়নে অবদান রাখে।

এ কাজগুলো করার মাধ্যমে গণমাধ্যম আইনের শাসনের সমৃদ্ধিতে এবং দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের গণতন্ত্রায়নের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা তৈরি করে।

তিনি বলেন, গণমাধ্যম হল বহিঃপ্রকাশের আবশ্যকতা এবং সমাজের প্রতিটি ব্যাক্তি বিশেষের চারপাশে কি ঘটছে তা জানার তার নৈতিক অধিকারের বহিঃপ্রকাশ।

জনাব করিম বলেন, বহুমুখী ব্যবস্থার প্রধান ভিত্তি হিসেবে গণতন্ত্রায়নের এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। কেননা এর ফলে বহুমুখী ব্যবস্থা থেকে সম্ভাব্য সর্বাধিক সংখ্যক জনগণ লাভবান হচ্ছে এটা নিশ্চিত করা যায়।

তিনি আরও বলেন সব দেশের অবশ্যই দায়িত্বশীল হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে এবং গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও ব্যাক্তি মালিকানাধিন ক্ষেত্র সহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমুহের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে হবে, যদি সত্যিই দেশসমুহ বিশ্বায়ান থেকে প্রাপ্ত সুযোগগুলোর পূর্ণ সুবিধা পেতে চায় এবং বিশ্বের চলমান প্রধান চ্যালেঞ্জসমুহ মোকাবেলা করতে চায়।

জনাব করিম কাজাখস্তানে, রাষ্ট্রপতি নুরসুলতান নাজারবায়াভসহ আরও দু'জনের সাথে সাক্ষাত করেন এবং আলোচনা নয় আঞ্চলিক বিষয়, জাতিসংঘ-কাজাখস্তান সম্পর্ক এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের চলমান সেশনের আলোচ্যসুচীর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

যেহেতু কাজাখস্তান বিশ্ব নেতৃত্ব ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মসমুহের প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টি কংগ্রেসের আয়োজন করে এবং যেহেতু কাজাখস্তান Alliance of Civilizations এর একজন সদস্য সেহেতু জনাব করিম এবং জনাব নাজারবায়াভ আন্তঃধর্ম বিষয়ক মত বিনিময় বিষয়েও আলোচনা করেন।

পরে সাধারণ পরিষদের সভাপতি কাজাখস্তানের রাজধানী আসতানাতে সংসদ নেতা এবং জাতিসংঘ কান্ট্রি টিমের সদস্যদের সাথে আলোচনা করার জন্য যাবেন । এ সপ্তাহের শুরুতে তিনি তুর্কেমেনিস্তানেও একটি সরকারী সফরে যান।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমাধানের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা বিনিময়ে জাতিসংঘ সভায় মিলিত

২৩ এপ্রিল- ESCAP কর্তৃক আয়োজিত ব্যাংককের আজকের এই সভার মাধ্যমে গ্রীন হাউস হ্রাসকরণ ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলো অংশগ্রহণকারীদের তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করবে।

জাপানের পরিবেশ মন্ত্রনালয় এবং জাপানের বৈদেশিক পরিবেশ বিষয়ক সহায়তা কেন্দ্রের, সহায়তায় আয়োজনকৃত এই সভায় জলবায়ুর পরিবর্তন ও উন্নয়নের জন্য এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন করতে হবে।

ওয়েব নির্ভর এই প-াটফর্মটি অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়ের জন্য 'সহ-লাভজনক' কার্যাবলী এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আলোচনার সুযোগ তৈরি করবে।

এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত একটি সহ-লাভজনক প্রকল্পের উদাহরণ হলো ভূমিনির্গত গ্যাস, যার মাধ্যমে আবর্জনা ক্ষয় থেকে সৃষ্ট গ্রীন হাউস গ্যাসকে পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এর ফলে জলবায়ুর ওপর এ ধরণের গ্যাসের প্রভাব হ্রাস পায়, যা জলবায়ু পরিবর্তনকে নির্মূল করে উন্নয়নের জন্য শক্তির একটি উৎস তৈরি করা হয়।

আরেকটি 'জয়-জয়' প্রকল্প ফিলিপাইনে চলছে যেখানে উন্নত গণপরিবহণ সেবার মাধ্যমে যাতায়াতের সময় এবং কার্বণ নির্গমন উভয়ই হ্রাস হয় এবং মালয়শিয়াতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন সৃষ্টিশীল কৌশল শুরু হয়েছে। যা একই সাথে স্বল্প নির্গমনে সহায়তা করে এবং বর্জ্য তৈরি হ্রাস করে।

ESCAP এর উপ-নির্বাহী সচিব শিগার মোকিদা কর্তৃক শুরু করা এই সভায় অংশগ্রহনকারীগণ এবং জাপানের বিশ্ব পরিবেশ সংক্রান্ত উপ-মন্ত্রী টোসিরো কোজিমা উন্নয়নশীল দেশসমূহ যাতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহকে উন্নয়নের জন্য গৃহীত উদ্যোগের অংশ বানাতে পারে সেজন্য সহযোগিতার উপায়সমূহ তুলে ধরেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনন্য অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘ সাতজন নেতাকে সম্মানীত করেছে

২২ এপ্রিল- জাতিসংঘ পরিবেশ কার্যক্রম আজ এ বছরের ধরিত্রী চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বিশ্ব উষ্ণতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনন্য অবদান রাখায় সাতজন ক্ষমতা সম্পন্ন জ্ঞানী নেতাকে স্বীকৃতী প্রদান করেছে।

এ পুরস্কার কর্মসুচীর চতুর্থ বছরে এবারের পদক প্রাপ্তরা হলেন, মোনাকোর রাজপুত্র দ্বিতীয় আলবার্ট এবং বালগিস ওসমান-এলসাহা, সুদানের একজন জলবায়ু গবেষক, যিনি কার্যকরিভাবে জলবায়ু সংশোধনী কৌশলসমূহ বিশ্বের কিছু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকাতে পরিচালনা করেছেন।

UNEP এর নির্বাহী পরিচালক কিম স্টেইনার সিংগাপুরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, ২০০৮ সালের বিজয়ীরা মানবজাতির মুক্তির বিকল্প পথ আলোচিত করেছে, যারা দায়িত্ব নিয়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সেই সাথে বর্জ্য ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ ব্যাপক বিস্তৃত স্থায়ীত্বের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তণ তা অনুভব করেছেন।

তিনি আরও বলেন, এই পুরস্কৃতরা প্রমাণ করেছেন যে, বিশ্ব অর্থনীতিকে সবুজীকরণের প্রক্রিয়া চলছে এবং একটি আরও সম্পদ সমৃদ্ধ সমাজের রূপান্তর ঘটাবে যা কেবল পরিবেশগত দিক থেকেই নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও কার্যকরী।

ছয়জন বিজয়ী বিশ্বের ছয়টি ভৌগলিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছেন: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সিনেটর টিমোথি ই.উইর্থ, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্ট্যাডিস এর নির্বাহী পরিচালক আতিক রহমান, বারবাদোসের সাবেক জ্বালানী এবং পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রী লিজ থমসন এবং ইয়েমেন গণসাধারণ কংগ্রেসের মহাসচিব আব্দুল কাদের বা-জামাল।

এ বছর UNEP এর বিশেষ পুরস্কার দেয়া হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হেলেন ক্লার্ককে, যিনি ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের ৯০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানীর চাহিদা পুরণের ও জলবায়ু নিরপেক্ষতা কার্যক্রমের পথপ্রদর্শক।

তিনি বলেন, তার উদ্দেশ্য হল আমাদের জীব বৈচিত্র, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র এবং পরিবেশগত সংহতিকে মজবুত করা যা এই বিশ্বে এখনও আছে এবং এটা এখন চরম হুমকির সম্মুখিন।

জাতিসংঘ পরিবেশ কার্যক্রম ২০০৪ সালে ধরিত্রী চ্যাম্পিয়ান পুরস্কার প্রতিষ্ঠিত করে। যার মাধ্যমে সেই সব ব্যাক্তিবিশেষকে পুরষ্কৃত করা হয় যারা বিশ্বব্যাপী ও আঞ্চলিকভাবে বিশ্বের পরিবেশ ও সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সাধনে তাদের অবদান রেখেছেন। UNEP এর আঞ্চলিক দপ্তর থেকে উপাত্ত পাঠানোর পর এ সংস্থার একটি উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল এই পুরস্কার বিজয়ীদের নির্বাচন করেন।

পুর্বে, ইরানের উপ-রাষ্ট্রপতি মাসুদ ইবতেকার, রাশিয়ার মিখাইল গর্বাচেভ, জর্ডনের রাজপুত্র হাসান বিন তালাল, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির জ্যাক রগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি আল গোর এ পুরস্কারে ভুষিত হন।

শান্তিপুর্ণভাবে ভোট প্রদানের পর নির্বাচনের ফলাফলকে শ্রদ্ধা জানাতে নেপালবাসীর প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের আবেদন

২১ এপ্রিল- ১০ এপ্রিল গণপরিষদ নির্বাচন শান্তিপুর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ আজ নেপালের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং এই ঐতিহাসিক নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে তাদের প্রতি আবেদন জানায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদুত এবং নিরাপত্তা পরিষদের এপ্রিল মাসের জন্য নির্বাচিত সভাপতি কর্তৃক পাঠকৃত এক বার্তায় পরিষদের ১৫ জন সদস্যের সবাই নেপালের সকল দলকে সামনের সপ্তাহগুলোতে যে ফলাফল গণনা করা হবে তাতে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে এবং আইনের শাসনকে শ্রদ্ধা করার আহ্বান

জানান, যেহেতু ভোটের ফলাফল গণনা করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ নেপাল মিশন (UNMIN) আজ নিশ্চিত করেছে যে দেশটির নির্বাচন কমিশন ভোট গণনার পর ২৪০ টি আসনের মধ্যে ২৩৯ টি নির্বাচনী আসনের এবং ২৩২ টি আসনের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষনা করেছে।

আশা করা হচ্ছে উভয় প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামীকাল প্রকাশ করা হবে। এরপর কমিশন ফলাফলের ছক তৈরির জন্য কিছু দিন সময় নেবে এবং সকল যোগ্য রাজনৈতিক দলকে গণপরিষদের আসন বন্টন করবে।

নির্বাচিত হবার পর গণপরিষদ নেপালের জন্য একটি নতুন সংবিধানের খসড়া তৈরি করবে। নেপালে এক দশক দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে সেখানে ১৩,০০০ লোক নিহত হয়। পরে ২০০৬ সালে সরকার ও মাওবাদী বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নেপালে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ইয়ান মার্টিন বলেন, সব ফলাফল প্রকাশিত হবার আগেই এটা পরিস্কার যে নেপালের গণপরিষদে জনসংখ্যার বৈচিত্রের প্রতিফলন ঘটতে যাচ্ছে যা এর আগে কখনও হয়নি।

নেপালের জাতীয় পত্রিকা গোরখাপাত্রের সাথে এক স্বাক্ষাতকারে জনাব ইয়ান বলেন কোন রাজনৈতিক সংঘর্ষ নয় বরং এটা

বিস্তৃতভাবে এবং সবার অংশগ্রহনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন করার একটা সুযোগ। যার মাধ্যমে নেপালের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

তিনি আরও বলেন দেশের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন এবং সেই সাথে একটি সংবিধান প্রণয়নের সময়কালে দেশ শাসন করার জন্য একটি নতুন সরকার গঠনের জন্য সব দল নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেবার লক্ষণ প্রকাশ করেছে।

জনাব মার্টিন উলেখ করেন আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই শান্তি প্রক্রিয়া এখনও কোনভাবেই সম্পূর্ণ হয়নি। গণপরিষদ নির্বাচন ছিল এ প্রক্রিয়ার খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, কিন্তু এখন অনেক বড় কিছু বিষয় অসম্পন্ন রয়ে গেছে যেগুলোর সমাধান করতে হবে।

** ** **